নটরাজনের
'মেয়ে পুলিশের ডায়েরী'
অবলম্বনে
গুঞ্জন নান প্রযোজিত
প্রকাশ চিত্রমের
রঙীন

নটরাজনের

মেয়ে পুলিশের ডায়েরী

অবলম্বনে

নবরূপা (রঙীন)

গুঞ্জন নান প্রযোজিত প্রকাশ চিত্রমের নিবেদন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অমল রায় ঘটক**

সংগীত : **অমল মুখোপাধ্যায়**

চিত্রগ্রহণ : **অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা**

সম্পাদনা : অময় লাহা শিল্প-নির্দেশনা : শশাঙ্ক সান্যাল

কর্মসচিব : প্রবোধ পাল রূপসজ্জা : অনাথ মুখার্জী,

সাজসজ্জা : কানাই দাস, কেশসজ্জা : শ্যামলী সান্যাল

প্রচার সচিব : বিমল মুখার্জী স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ,

পরিচয় লিখন : অরুণ রায়,

গীত রচনা : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়**

নেপথ্য কণ্ঠ :

অমিত কুমার, ইন্দ্রাণী সেন, বিট্টু সমাজপতি

সংগীত গ্রহণ ও শব্দ গ্রহণ : সঞ্জয় মুখার্জী, সুদীপ্ত বসু, সিদ্ধার্থ, শ্রীদীপ, অজিত, স্বপন (রূপায়ণ রেকর্ডিং) নৃত্য পরিচালনা : মাধব কিষণ, শব্দ পুনঃ যোজনা : অনুপ দেব (আনন্দ রেকর্ডিং স্টুডিওস বোম্বে)

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : পার্থ ব্যানার্জী, ভোলা চক্রবর্তী, সংগীত : অনুপম দত্ত, চিত্রগ্রহণ : দেবেন দে, সম্পাদনা : জয়ন্ত লাহা, শিল্প নির্দেশনা : জয়নাল গাজী, রূপসজ্জা : বিমল সমাদ্দার, ব্যবস্থাপনা : নিরঞ্জন মাইতি, রাম সরকার, আলোক সম্পাত : ভবরঞ্জন, সুনীল কাশী, কালটু, হংস-রাজ, অভিমন্যু, শিবু শম্ভু, গোপীনাথ

: অভিনয়ে :

লাবণী সরকার অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুপ কুমার নির্মল কুমার

ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমাশ্রী চাকী, স্মিতা সিনহা, মিতা চ্যাটার্জী, গীতা কর্মকার, মৌমিতা সেনগুপ্ত, অনন্যা চ্যাটার্জী অশোক মুখার্জী, শুভাশিষ মুখার্জী, অমিয় দত্ত, অমিতাভ

চ্যা...র্জী, মণ্টু দাস, শংকর ঘোষ' দোলা, অনিমা, শিবানী, স্বপ্না, জয়তি, সনকা, তপতী, মিঠু, সর্বানী, প্রবীর, পার্থ, বিশ্বনাথ অমিতাভ, স্বপন, সুভাষ, বিধু আকবর, অপূর্ব তাপস, তারক, দীপক ও অন্যান।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

অমর নান, নীলিমা নান, সৌমেন মিত্র, দে'জ পাবলিশার্স

ডাঃ রঞ্জনা রায়, দেবেশ ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ

বিশ্ব-পরিবেশনা ঃ মিতালী ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭ লেনিন সরণি, কলিকাতা-৭০০০১৩

কাহিনী

শৈশবেই পিতৃ-মাতৃহীন চিত্রা স্নেহময় কাকার সংসারেই প্রতিপালিত হয়। কাকা তাকে নিজের মেয়ের মতো করেই মানুষ করেন। যদিও তার কাকিমা তার প্রতি খুব একটা প্রসন্ন ছিলেন না। কাকা কাকিমা ছাড়া সংসারে তার ছিল একমাত্র ছোট খুড়তুতো বোন কল্যাণী। তাছাড়া পাড়ায় এক দামাল ছেলে সুবীরকেও চিত্রা ছোট ভাইয়ের মতো ভালো বাসতো।

কাকার সহযোগিতায় ও তার ঐকান্তিক চেষ্টায় চিত্রা বি, এ, পাশ করে। এম, এ, পড়ার বাসনা তাকে আর্থিক কারণে ছাড়তে হয়। খবরের কাগজে নারী পুলিশ বাহিনীতে সাব ইনসপেকটরের পদের চাকরীর বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদন করে চিত্রা এবং সৌভাগ্যক্রমে চাকরীটা সে পেয়ে যায়। পুলিশ ট্রেনিং শেষ করে সে লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে সে পোষ্টিং পায়।

চাকুরীতে যোগ দেওয়ার পর একদিন বাসে তার কলেজের সিনিয়র ছাত্র মলয় মিত্রের সংগে দেখা হয় চিত্রার। মলয় মিত্র এখন 'আনন্দ' ছদ্মনামে সাহিত্য জগতে বেশ নাম করেছে। চলন্ত বাসে এক পকেটমার মলয়ের ম্যানি ব্যাগ হাতাতে গেলে চিত্রার উপস্থিত বুদ্ধিতে পকেটমার ব্যাগ ফেলে পালায়। এই ঘটনার পরে মলয় ও চিত্রা পরস্পরের অধিক সান্নিধ্যে আসে এবং ফলস্বরূপ প্রেমে পড়ে যায়। অচিরেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। কোন এক অজ্ঞাত কারণে চিত্রা তার চাকরীর ব্যাপারে মলয়ের কাছে প্রকৃত ব্যাপার গোপন করে। সে শুধু মলয়কে জানায় যে লালবাজার থানায় কেরানীর চাকরী করে।

এদিকে সুবীর ও কল্যাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। জানতে পেরে চিত্রার কাকিমা অর্থাৎ কল্যাণীর মা প্রবল আপত্তি জানায়। একমাত্র মেয়েকে তিনি বেকার বাউণ্ডুলে সুবীরের হাতে তুলে দিতে নারাজ। চিত্রা কিন্তু তার ভ্রাতৃপ্রতিম ছেলেটির সংগে কল্যাণীর মিলনে প্রচণ্ড আগ্রহী। সুবীরের চাকরীর জন্য চিত্রাও প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে।

দিন যেতে থাকে। চিত্রা ও মলয়ের ভালবাসায় চিড় ধরতে থাকে। অধিক রাতে ঘরে ফেরা, রাত দুপুরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং যত্রতত্র পরপুরুষের সংগে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি ঘটনা মলয়ের মনে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহের বীজ বপন করে। চিত্রার আসল কাজের কথা জানতে পেরে মলয় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং অবস্থা এমন চরমে চলে যায় যে মলয় চিত্রাকে ডিভোর্স করবে বলে শাসায়। চিত্রা কিন্তু তখন অন্তসত্ত্বা। এরপর কি হ'ল···পর্দায় দেখুন।

গান

(১)

বাতাসে গন্ধ পেলে, হয় না কারো ভুল
ফুটেছে কোথায় কোন নাম না জানা ফুল
পাতার ঐ আড়ালটাকে করবে গোপন আর কতক্ষন
বলনা আর কতজন, বল না আর কতক্ষণ
বাতাসে গন্ধ পেলে হয় না কারো ভুল।
যে নয়ন দেখেও কিছু দেখতে না পায়।
আলোর দেওয়া আলোর খবর পায়না যে হায়
জানি না লজ্জাটা সে লুকাবে কোথায় এখন
আর কতক্ষণ বল না আর কতক্ষণ,
বাতাসে গন্ধ পেলে হয় না কারো ভুল।
যে দিতে ফুলটি সব পাপড়ি মেলে
হৃদয়ের সব সুরভী দেবে ঢেলে,
সে দিনে সবার আগে, হবে যে সুখী এ মন
আর কতক্ষণ, বলনা আর কতক্ষণ
বাতাসে গন্ধ পেলে হয় না কারো ভুল,
ফুটেছে কোথায় কোন নাম না জানা ফুল,
নাম না জানা ফুল।

(২)

হাজার কথার পরে, বুকে একটি কথা আসে
সে কথা জন্ম নিলে, মন যে প্রথম ভালোবাসে,
হোক না ভালোবাসা এ দুটো প্রাণেতে এককার
সে হোক তোমার, সে হোক আমার
মনকে নিজের বলে ভাবি না,
তোমাকেও বলে যেতে পারি কি. এই মনটা তোমার
আজ হোক না আমার
হাজার কথার পরে বুকে একটি কথা আসে,
সে কথা জন্ম নিলে, মন যে প্রথম ভালোবাসে।
আমার স্বপ্ন আজ, আমার এ চোখ থেকে যাক না,
তোমার দুচোখ ছুঁয়ে থাক না সে খুশী মনে থাক না
দুজনে যা দেখবো স্বপ্ন তা হোক দুজনার
সে হোক তোমার সে হোক আমার
মনকে নিজের বলে ভাবি না।
সুখ যে একটি পাখী, তুমি আর আমি তার দুটি পাখনা
ঠোঁটে তার একই গান
একই সব কল্পনা ভাবনা
পেয়েছি যে ঠিকানা, নতুন আলোর কবিতা
সে হোক তোমার সে হোক আমার
তোমাকেও বলে যেতে পারি কি
এ মনটা তোমার আজ হোক না আমার
হাজার কথার পরে বুকে একটি কথা আসে
সে কথা জন্ম নিলে মন যে প্রথম ভালোবাসে

(৩)

ও দারোগাদি ও যে নেহাৎ বেচারী
কি করে সে ফিরবে ঘরে,
উপায় হবে কি ? বল উপায় হবে কি ?
হাতেই ছিল কলমটা যার,
হাতে দিলে হাতকড়া তার,
দিলে কয়েদ খানায় পুরে,
কানে কানে বললে তুমি
মিষ্টি গানের সুরে

তোমার গানের সুরে
তোমায় ভালোবেসেছি, তোমায় ভালবেসেছি
এই দুনিয়ায় হলো কি
ছেলের যা কাজ করছে মেয়ে
আহা বদলে গেল সবই
লাঠি চালায় অবলারা রান্না করে কবি
নিয়ে কোলের বাছাটি, নিয়ে ঝিনুক বাটিটি
যা খুশী হোক বয়েই গেল
কি আমাদের গেল এলো,
দিও একটু নজর ভাই,
লাইন ক্লীয়ার তোমরা কর,
আমরা ষ্টেশন চাই।
আমরা ভালোবেসেছি
বলবো ভালোবেসেছি

প্রেমে এত জ্বলুনা আগে আমি ভাবিনি
প্রেমে তবু এত মজা কোনদিনও বুঝিনি,
প্রেমে থাকে বোকামী প্রেমে থাকে গোলামী
প্রেম করে দেবো তবু আক্কেল সেলামী,
জানি নাতো কি হবে তবু থাক চেষ্টা
বৃষ্টি কি মেটাবে চাতকের তেষ্টা
হে অফিস পাড়ায় হেঁটে কপালটা গেছে ফেটে
তবু প্রেম করে যাই একটুও থামিনি
প্রেমে এত জ্বলুনী।
এত প্রেম প্রথমে করতে যে শেখালো
দিদি নাকি দিদিমা কে যে পথ দেখালো
ভাবতে যে ভালো লাগে, শ্রী রাধিকা ছিল আগে
তারপর আমি আছি আমি হারমানিনি
প্রেমে এত জ্বলুনী আগে আমি ভাবিনি,
প্রেমে তবু এত মজা কোনদিনও ভাবিনি,
প্রেমে এত জ্বলুনী।